আজকের কাগজ

তারিখ ... 14 DEC 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

19

বেসরকারি শিক্ষক বেতন ও উৎসব বোনাস

দেশের সিংহভাগ শিক্ষার্থিরা যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত তা কারো অজানা নয়। এই অভাগা শিক্ষকরা যখন তাদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টায় আন্দোলন করেন তখনই সরকার তার দৈন্যতার অজুহাত দেখিয়ে তৎসঙ্গে দেশের একটি দায়িত্বপূর্ণ মহান পেশায় নিযুক্ত আছেন ইত্যাদি, ইত্যাদি উল্টো সোজা বলে নিজের দায়িত্ব বরাবর এড়িয়ে গেছেন। গত ঈদের পূর্বে উৎসব বোনাস নিয়ে সরকারের টালবাহানার কথা কিছু কিছু শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু তা

জলবৎ তরলৎ পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে। গত বছরের দুর্গাপূজা এবং সর্বশেষ এইবার দুর্গাপূজায় সরকারের হীন মানসিকতার ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ দেখে আমরা বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত শিক্ষকরা নিজের পেশার আস্থা সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছি। উল্লেখ্য, যে গত বছর এবং এ বছর দুর্গাপূজার পূর্বে শিক্ষকেরা

তাদের ন্যায্য প্রাপ্য মাসিক বেতনটুকুও পাননি। এর পূর্বে এই শিক্ষকরা যখন তাঁদের ন্যায্য পাওনার জন্যে ধর্মঘট করেছিলেন, তখন সরকার ছাড়াও অভিভাবক মহলে বহু অনুরোধ উপরোধ পত্রপত্রিকায় ছাপানো হয় যাতে তারা নিজেদের মহান পেশার ক্ষতি না করেন। কিন্তু এরূপ উৎসবের পূর্বে তাদের বেতনটুকু যখন তাঁরা হাতে পান না তখন অভিভাবক মহলের নির্লিপ্ততা ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবের সময়ই সরকারি অনুদান সময় মতো প্রদানের ক্ষেত্রে শৈথিলতা সরকারের এক চক্ষু বিচারের প্রতিচ্ছবি নয় কি?

সুধাকর মজুমদার
প্রভাষক
আমবাড়ি কলেজ, দিনাজপুর।